দৈনিক জনতা 144

তারিখ 27 JUL 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগ ঃ সকল পরীক্ষা স্থগিত

তিন দিন বন্দুক যুদ্ধের পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা

নজরুল ইসলাম ঃ রাজশাহী, ১০ শ্রাবণ (২৬ জুলাই)।— গত ৩ দিন ধরে উপর্যুপরি সন্ত্রাস, বোমাবাজি ও বন্দুক যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেট অনির্দিষ্টকালের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে। ভিসির সভাপতিত্বে সিণ্ডিকেটের জরুরি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সকল আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীকে আজ বেলা ১২টার মধ্যে হল ছেড়ে দেবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অস্ত্রধারী ও পুলিশের গুলি, বোমা এবং ককটেলের আঘাতে শতাধিক সাধারণ ছাত্র আহত হয়েছে। এদের মধ্যে গুরুতর আহত ২৬ জনকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হামলায়

শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিভিন্ন হলের অন্তত ১৫০টি কক্ষ ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। এতে ২৩ লাখ টাকার মালামাল ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে প্রকাশ, ঘটনার সূত্রপাত রাত সাড়ে ১০টায়। এ সময়ে মাদারবক্স হল থেকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কর্মীরা বহিরাগতদের নিয়ে সশস্ত্র অবস্থায় সোহরাওয়ার্দী হল দখল করতে উদ্যত হলে ছাত্র ঐক্যের কর্মীরা বাধা দেয়।

কিন্তু অস্ত্রের মুখে ছাত্র ঐক্যের কর্মীরা হল থেকে পালিয়ে যায়। তখন ছাত্রদল কর্মীরা উক্ত হলের ৫৮টি কক্ষ তছনছ ও অগ্নিসংযোগ করে।

একই সময়ে ছাত্রদলের কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বিনোদপুরে বহিরাগতদের সহযোগিতায় শেরেবাংলা হলের প্রাচীর ভেঙে ফেলে ও এখানে ৫০টি কক্ষে অগ্নিসংযোগ করে। এ সময়ে ছাত্রদলের গুলিবর্ষণে ১৩ জন ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়। এদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা আশংকাজনক।

রাত সাড়ে ৪টায় ছাত্র ঐক্য পরিষদ লতিফ আমির আলী ও এস এম হল থেকে সোহরাওয়ার্দী হল পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ধাওয়া করলে ছাত্রদলের কর্মীরা কমপক্ষে ৫শ রাউণ্ড গুলিবর্ষণ করে। এতে ৩২ জন ছাত্র গুরুতর আহত হয়। এদের মধ্যে ১৬ জনের অবস্থা আশংকাজনক। এ সময় ৪০ জন ছাত্র ঐক্য সমর্থক ছাত্রদল কর্মীদের দ্বারা ঘেরাও হয়। এই ৪০ জন ছাত্র মারাত্মকভাবে আহত হয়। ভোর রাতের দিকে পুলিশ ক্যাম্পাসে অবস্থান গ্রহণ করে।

এ সময়ে ছাত্র ঐক্যের কর্মীরা তাদের কাছে নিরাপত্তা চায়। পুলিশ হঠাৎ করে ক্যাম্পাসে তাদের অবস্থান প্রত্যাহার করে। তখন ছাত্রদলের একটি সশস্ত্র দল গোটা ক্যাম্পাসে অবস্থান গ্রহণ করে। বেলা ৮টা পর্যন্ত ২ পক্ষে দেড় হাজার রাউণ্ড গুলি বিনিময় হয়। এতে অগণিত ছাত্র আহত হয়। বেলা ৯টার দিকে ছাত্র ঐক্যের কর্মীরা দলবদ্ধ হয়ে ছাত্রদল কর্মীদের আক্রমণ করলে তারা পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। এ সময়ে ছাত্র ঐক্যের কর্মীরা আমির আলী ও এস এম হলে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে। বাধ্য হয়ে ছাত্রদল ক্যাম্পাস পরিত্যাগ করে।

উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সকাল ১১টায় সিণ্ডিকেট অনির্দিষ্টকালের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে ১২টার মধ্যে ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়। আগামী ২৭ জুলাই থেকে অনুষ্ঠিতব্য সকল পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। সিণ্ডিকেট সভা চলাকালে ছাত্র ঐক্যের নেতৃবৃন্দ সিন্ডিকেট সদস্যদের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করে। এতে ঘটনার সংগে জড়িত ছাত্রদল কর্মীদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার ও আহত ছাত্রদের সুচিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়।

সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্য দিয়ে হল ত্যাগ করে। এ সময় ছাত্রদল কর্মীরা বহিরাগতদের নিয়ে কাজলা গেট ও কাটাখালি এলাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা ও জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেয় এবং তাদের মারধর করে। ছাত্রদল কর্মীরা বাংলাদেশ অবজারভার-এর রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি হাফিজ ইমাম ইনাম ও দৈনিক দেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার পারিতোষ কুমার কুণ্ডুকে পরিচয় দেয়া সত্ত্বেও নাজেহাল করে এবং তাদের কাছ থেকে জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেয়। ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে যারা আহত হন তাদের মধ্যে রয়েছেন ঃ শেরে বাংলা হলের ভিপি ছাত্র মৈত্রীর নেতা শাহীন চৌধুরী, ছাত্রলীগ (না-শ) নেতা সোহরাওয়ার্দী হলের সাবেক ভিপি হাসিব, মতিয়ার হলের সাধারণ সম্পাদক ছাত্রলীগ (না-শ) নেতা বুলবুল চৌধুরী, ছাত্রলীগ (শা-অ) নেতা নিতাই বৈরাগী প্রমুখ।

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় একজন প্রতিমন্ত্রী এ সংঘর্ষের সময় রাতভর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থান করছিলেন।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত রাজশাহী মহানগরীর বড় রাস্তায় বিক্ষিপ্তভাবে বন্দুক যুদ্ধ চলছে।

বিডিআর ও পুলিশ টহল দিচ্ছে।